শুভেচ্ছা

জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণাঃ

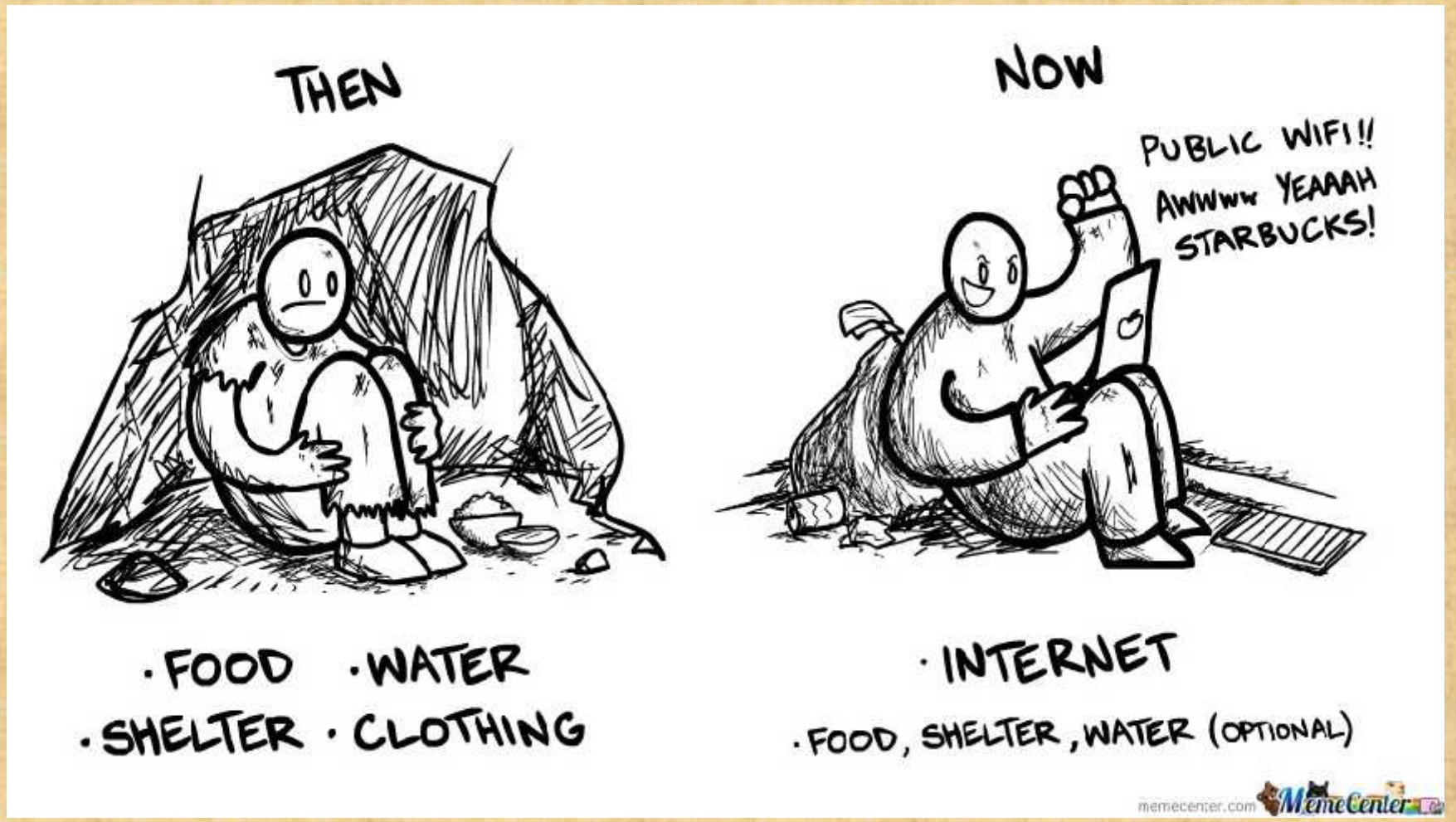

নিচের ছবিগুলি লক্ষ্য কর

জৈবিক প্রেষণাঃ

- প্রাণীর জৈবিক অস্তিত্ব থেকে যেসব প্রেষণার উদ্ভব হয়,তাকে জৈবিক প্রেষণা বলে।

ক্ষুধাঃ

পাকস্থলীঃ

যখন আমাদের পাকস্থলী শূন্য হয়ে পড়ে এবং এর পেশীগুলি সংকুচিত হতে থাকে ,তখন আমরা খুধার তাড়না অনুভব করি।

হাইপোথ্যালামাসঃ

হাইপোথ্যালামাসে আহার কেন্দ্র আছে,যার সাথে আহার করার সম্পর্ক আছে।এটি নষ্ট হলে প্রাণী কিছুতেই আহার করেনা।

হাইপোথ্যালামাস

ক্ষুধার সাথে রক্তের শর্করার একটা সম্পর্ক আছে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে খুধার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

তৃষ্ণাঃ

মুখের অভ্যন্তর এবং কণ্ঠনালীর আশপাশ যখন শুকিয়ে যায় তখনি আমরা তৃষ্ণা অনুভব করি।

রক্তস্রোতে পানির অভাব ঘটলে মস্তিষ্ক স্নায়বিক প্রকৃয়ার মাধ্যমে গলা ও জিহ্বার শুষ্কতা ঘটায়। ফলে প্রাণী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে।

হাইপোথ্যালামসে পান কেন্দ্র আছে,যার সাথে পান করার সম্পর্ক আছে।

যৌন কামনাঃ

বয়োঃপ্রাপ্ত হলে প্রাণীর যৌন গ্রন্থি পূর্ণতা লাভ করে এবং হরমোন ক্ষরণ করে ।পুরুষের অন্ডকোষ থেকে এন্ড্রজেন ও টেস্টোস্টেরন হরমোন এবং নারীর ডিম্বাশয় থেকে এস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং পুরুষ ও নারী দেহে বিভিন্ন যৌন লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং যৌন কামনার সৃষ্টি হয় । ফলে মানুষ ও প্রাণী উভয়ই বিপরীত লিঙ্গের সদস্যের প্রতি পরস্পর আকর্ষণ বোধ করে ।

মাতৃত্বঃ

পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত প্রোলেকটিন হরমোন ক্ষরণের ফলে মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্ব সুলভ আচরণ প্রকাশ পায়।

নিদ্রাঃ

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও রেটিকুলার ফরমেশন প্রাণীর নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক প্রেষণাঃ

যেসব প্রেষণা মানুষের সমাজ জীবন থেকে তৈরি হয়,তাকে সামাজিক প্রেষণা বলে।

যুথচারিতাঃ

দলবদ্ধ হয়ে থাকার ইচ্ছাকে যুথচারিতা বলে।

কৃতি প্রেষণাঃ

সফলতা অর্জন বা প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছাই হল কৃতি প্রেষণা।

স্বীকৃতির চাহিদাঃ

কোন কাজ করার পর প্রত্যেকেই তার কাজের ইতিবাচক স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে।

ক্ষমতার লিপ্সাঃ

ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রেষণা। ক্ষমতা লাভ করার ইচ্ছা অনেকের মধ্যেই বর্তমান।

পদমর্যাদার চাহিদাঃ

পদমর্যাদার প্রয়োজন বোধ যাদের তাড়িত করছে তারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

জৈবিক প্রেষণা (Biological Motivation)

❖ যে প্রেষণাগুলো প্রাণীর জীবন ধারনে সহায়তা করে অর্থাৎ তাকে বাঁচিয়ে রাখে সেগুলিকেই জৈবিক প্রেষণা বলে।

যেমন, ক্ষুধা, তষ্ণা, নিদ্রা, কাম প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

❖ জৈবিক প্রেষণা প্রাণীর আচার আচরণ ও কর্মপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এই প্রেষণাগুলো জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

❖ জন্মগতভাবেই প্রাণী এসব অর্জন করে তাই এগুলিকে মূখ্য বা সহজাত প্রেষণাও বলা হয়ে থাকে।

ইতর প্রাণির ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাগুলো সহজ ও অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয় কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মানষের বেলায় এসব প্রেষণা নিয়ন্ত্রিত ও ভদ্র রূপে প্রকাশ পায়। তবে কখনো কখনো আবার কোন জৈবিক প্রেষণা মানষের মধ্যে বিকৃতভাবেও প্রকাশিত হতে পারে।

সামাজিক প্রেষণা (Social Motivation)

❖সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানষের মধ্যে এমন কতগুলো চাহিদা সৃষ্টি হয় যা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এনে দেয়।

❖ এগুলো প্রধানত শিক্ষালব্ধ ও সামাজিক।

❖ জৈবিক প্রেষণার মত সামাজিক প্রেষণার কোন শারীরিক ভিত্তি নেই তবে সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে মানষের মধ্যে এগুলোর বিকাশ ঘটে।

❖সামাজিক প্রেষণা জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য না হলেও মানুষের কাজকর্ম ও জীবন ধারণের সাথে এগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

❖কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, স্বাধিকার, আনুগত্য, দলভুক্তি, মর্যাদা লাভ ইত্যাদি সামাজিক প্রেষণার উদাহরণ।

অন্তর্নিহিত প্রেষণা (Internal Motivation)

❖জৈবিক বা সামাজিক কারণ ছাড়াও মানুষের অন্তঃস্থ কিছু চাহিদা পূরণের জন্যও প্রেষণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এ ধরনের প্রেষণাকে অন্তর্নিহিত প্রেষণা বলা হয়।

❖যেমন, কখনো কখনো খেলতে বসলে বা পড়তে বসলে আমরা সে কাজে এতই মেতে থাকি যে খাওয়ার কথাও ভুলে যাই। এখানে খেলা বা পড়ার প্রতি যে আকর্ষণ তা এক ধরনের অন্তর্নিহিত প্রেষণা। আগ্রহ, উৎসাহ, কোন কাজে তৃপ্তি ইত্যাদি অন্তর্নিহিত প্রেষণার উদাহরণ।

বাহ্যিক প্রেষণা (External Motivation)

❖ আমাদের সবার মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা রয়েছে যার প্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকি। আমাদের চারিপাশে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি উপরোক্ত চাহিদা পুরণে বিশেষ সহায়তা করে।

❖যেমনঃ খাদ্য, বস্ত্র, পদমর্যাদা বা পারিতোষিক, কিছু বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি।

❖এসব উপাদান প্রাপ্তির আশায় মানুষের মধ্যে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাই হলো বাহ্যিক প্রেষণা।

জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণা পার্থক্য

জৈবিক প্রেষণা বা মুখ্য প্রেষণা	সামাজিক প্রেষণা বা গৌণ প্রেষণা
সহজাত বা জন্মগত প্রেষণা	জন্মগত নয়, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ
মানুষ বা প্রাণীর জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য	জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়
মানুষ ও প্রাণীর উভয়ের জন্য আবশ্যিক	মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইতর প্রাণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	সব মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়
এ প্রেষণা পূরণে প্রানী তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি লাভ করে।	প্রেষণার উপশমে প্রাণি পরিতৃপ্ত হতেও পারে, নাও হতে পারে।
উৎপত্তিগত দিক থেকে মৌলিক প্রেষণা	জৈবিক প্রেষণার সহায়ক মাত্র।
প্রাণিদেহের ভারসাম্য সংস্থাপক	প্রাণিদেহের ভারসাম্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

মুখ্য ও গৌণ প্রেষণার সম্পর্ক

কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণ প্রেষণা মুখ্য প্রেষণায় পরিণত হয়। যেমন, খাদ্য একটি মুখ্য প্রেষণা। আর খাদ্য সংগ্রহের জন্য টাকা উপার্জন হচ্ছে গৌন প্রেষণা। কিন্তু খাদ্য উপার্জনের জন্য টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় টাকা উপার্জনই ব্যক্তির মুখ্য প্রেষণায় পরিণত হয়। সামাজিক যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি গৌণ প্রেষণা হলেও কখনও কখনও গৌণ প্রেষণার স্তর অতিক্রম করে মুখ্য প্রেষণায় পরিণত হয়।